শারিয়া - ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ ৪ ("শারিয়ার শিকার বহু নারী আছে ক্যানাডাতেই")

এবারে ক্যানাডার উদাহরণ দেই প্রধানতঃ ৮ই সেপ্টেম্বর গ্লোব অ্যান্ড মেইল কাগজ থেকে। পড়াশুনা শেষ করলে বাবা-মা দেখে শুনে শাহনাজের (ছদ্মনাম -কারণ সে স্বামীর, সমাজের ও ইমামের শত্রুতার আশংকা করে) বিয়ে দেন দেশের এক লোকের সাথে, তাকে শাহনাজ স্পনসর করে ক্যানাডা নিয়ে আসেন। তাঁদের এক ছেলের জন্ম হয় কিন্তু স্বামী তাকে খুব নিয়ন্ত্রন করতে চাইত বলে বিয়ে সুখের ছিলনা। এক বছরের আগেই স্বামী বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। কোর্টে তাঁদের আলাদা থাকা ও শিশুভাতা নির্ধারিত হয় এবং এক বছর পর ২০০১ সালে কোর্টের মাধ্যমেই তাঁদের তালাক হয়ে গেলে স্বামী আবার অন্য মেয়েকে বিয়ে করে। চার বছর পর এখন শাহনাজ মসজিদের ইমামের কাছে গেলেন ইসলামি পদ্ধতিতে তালাক নিতে কারণ তা না হলে দ্বিতিয় বিয়ে তিনি আইনতঃ করতে পারলেও স্বছন্দ বোধ করবেন না।

পাখী ফাঁদে পড়ল।

আমাদের ফতোয়াবাজদের মত ইমাম সাহেবও অক্ষর ধরে ধরে শারিয়া প্রয়োগ করলেন। যে স্বামী চার বছর আগে চলে গেছে ও আবার বিয়ে করেছে, সেই স্বামীর সম্মতি ছাড়া তালাক হবে না। স্বামী অতি-গরীব না হলে, অক্ষম না হলে বা মারধর না করলে (যা প্রমাণ করা কঠিন) কোর্ট তালাকের রায় দিতেও পারে এই শর্তে, -স্ত্রী যদি স্বামীকে "সম্মত" করাতে পারে। তালাকে স্ত্রীর প্রতিপক্ষ হল স্বামী, এই প্রতিপক্ষের দয়ার ওপরে স্ত্রীর ভাগ্য ছেড়ে দেয়া হল। যে কোনো প্রতিপক্ষকে "সম্মত" করানো যে কি ব্যাপার তা যে জানে সেই জানে। একাত্তরে যদি দেন দরবার করে নাপাক-বাহিনীকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে "সম্মত" করাতে হত, তাহলে কি হত?

আইনের সুত্রঃ-
১। হানাফি আইন হেদায়া - পৃষ্ঠা ১১২।
২। শাফি' আইন উমদাত-আল্ সালিক -পৃষ্ঠা ৫৬২, ৫৬৫ ও ৯৮১, আইন নং **n.5.0, n7-7** ও **w-52-1-253-255**.
৩। শারিয়া দি ইসলামিক ল' - ডঃ আবদুর রহমান ডোই - পৃষ্ঠা ১৯২।

শুভংকরটা হল, স্বামী তালাক দিলে তাকে দেন-মোহর (পুরো বা অংশ) ফেরৎ দিতে হবে আর বাচ্চা ও স্ত্রীর খরপোষ দিতে হবে। স্ত্রী তালাক দিলে স্বামীকে দেন-মোহর (পুরো বা অংশ) ফেরৎ দিতে হবে না, তবে বাচ্চা ও স্ত্রীর খরপোষ দিতে হবে। এর ফলে অবধারিতভাবে যা হয় তা ইন্দোনেশিয়া-মিসরেও হয়, ক্যানাডাতেও হল। শতাব্দী আগেও হত, চিরকালই হবে, এখনও হল। শারিয়ার দোকানে মাছের বাজারের মত তালাক বেচাকেনার দরদাম শুরু হল। স্বামীকে তার সম্মতির দাম ধরে বসল শাহনাজের সমস্ত গয়না ও এক লক্ষ ডলার। শাহনাজ এমন কিছু বড়লোক নন, - উপায়হীন নারী শেষ পর্য্যন্ত ধার-কর্জ করে আনতে পারলেন মাত্র পাঁচ হাজার ডলার। টাকা কম, এই বাহানায় শাহনাজের ওপরে এবারে স্বামী প্রয়োগ করল তার ব্রহ্মাস্ত্র, শাহনাজ বাধ্য হল কাগজে লিখে সই করতে যে স্বামীর কাছ থেকে ছেলের খরচপত্র ও নিজের খরপোষ নেবেন না (স্বামীর ওপর ক্যানাডা কোর্টের আদেশ ছিল এসব খরচপত্র দেবার)। শাহনাজকে এ-ও সই করতে হল যে, এসব ব্যাপারে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে ক্যানাডার কোর্টে মামলাও করবেন না। স্বামী বাচ্চার অভিভাবত্ব ছেড়ে দিল, শারিয়া-তালাক হয়ে গেল।
শাহনাজ বলেছেন তাঁর মত শারিয়ার শিকার বহু নারী আছে এই ক্যানাডাতেই। তাঁর এক গরীব বন্ধু স্বামীকে তালাকে সম্মত করাবার জন্য বাধ্য হয়ে বাচ্চাকে চিরতরে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে। মায়ের মন কতখানি

নিরুপায় হলে কত চোখের জলে নিজের সন্তান ত্যাগ করে তা শারিয়ার বোঝার দরকার নেই। ক্যানাডার ইমামের হাত পা বাঁধা ক্যানাডার কাছে নয়, শারিয়ার কাছে।

যে শারিয়ার আঘাতে বর্তমান-অতিতে ভয়াবহ নারী-নিপীড়ন হয়েছে ইসলামের নামে, সেই শারিয়াকে কেউ "জীবন-বিধান" বললে তাকে বোঝানো বিশ্বের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের দায়িত্ব। কোন প্রতিষ্ঠান এ কথা বলে মানুষের জীবন ধ্বংস করলে তাকে উচ্ছেদ করা প্রতিটি সরকারের দ্বায়িত্ব। আমাদের সরকার এই কাজটাই করেছেন, বাংলাদেশেও ঠিক এটাই করতে হবে। কোরাণের হেদায়েত আত্মস্থ করার পর জীবন বিধানের প্রশ্ন আসে, শারিয়ার কোন জায়গাই নেই সেখানে। আপনি মনে করেন অতিতে শারিয়া নারী-অধিকার রক্ষা করেছে? ঘোড়ার ডিম করেছে, বরং শারিয়া কোর্ট একষ্ট্রা কাগজ বানিয়েছে যাতে স্ত্রীরা সই করে তাদের ন্যায্য পাওনা ত্যাগ করে। নীচে দেখুনঃ-

"সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে প্রচুর খুলা হইত। খুলা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ হইতে যে কোন প্রাপ্য, এমনকি নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণও পরিত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য খুলার দলিলে এক অতিরিক্ত কাগজ সংযোজিত করা হয়। উহাতে সন্তানদের নাম, পিতার নাম ও সন্তানদের খরচ ত্যাগ করার ব্যাপারে স্ত্রীর স্বীকৃতির কথা লিখা থাকে। ভিদিন অঞ্চলের হাওয়া খাতুন ১৭৮৩ সালে স্বামীকে খুলা-তালাক দেয়। তাহাকে মোহরের ৪০০০ অ্যাক্সেসের (তৎকালীন তুর্কী টাকা) অপরিশোধিত ১০০০ অ্যাক্সেস এবং ভরণপোষনের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়..........প্রায়শঃই মোহর কুক্ষিগত করিবার জন্য স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিত। জুলাই ১৮০২ - ইস্তাম্বুলের হালিমা খাতুন আসিয়া দাবী করিল যে মোহর পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার স্বামী আহমেদ তাহাকে খুলার জন্য চাপ দিতেছে। ....ইহাও স্পষ্ট যে তালাকের পর মোহর আদায় করা স্ত্রীদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল"। **Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History - Amira El Azhary Sonbol.**

"প্রচুর খুলা হইত" - কেন হইত? হইত কারণ স্বামীরা তখনও অত্যাচার করিত, এখনও করে। মিসরে কি হয়েছে সম্প্রতি? আইন পাশ হল স্ত্রী তার ন্যায্য পাওনা (নিজের ও বাচ্চাদের খরপোষ) ত্যাগ করে আবেদন করলে তালাক পাবে। অর্থাৎ শারিয়া কোর্ট নারীদের কোরাণের দেয়া ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করলনা বরং তা থেকে বঞ্চিত করার উপায় বের করল, স্বভাবতঃই অত্যাচারিত স্ত্রীরা তালাকের জন্য এ দাম দিতে বাধ্য হবে। এক সপ্তাহের ভেতর শুধু কায়রোতেই আবেদন পড়ল তিন হাজার, সারা দেশে কত লক্ষ হবে কে জানে। আর যে হতভাগিনীদের তেমন টাকাপয়সা নেই, তারা ভাঙ্গা কপাল নিয়ে বন্দী হয়ে রইল অত্যাচারী স্বামীর কব্জায়। অর্থাৎ পুরো শারিয়ায়াটা-ই বানানো হয়েছে, চলেছে এবং চলছে পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রনে। কোরাণের মর্মবাণীর বিরোধী এ হেন অভিশাপকে ইসলাম মনে করে বুকে আঁকড়ে থাকা আর আত্মহত্যা করা একই কথা।

আমরা কেউ শারিয়া-পন্থী হয়ে জন্মাই নি, ওটা আমাদের মন-মগজে গেঁথে দেয়া হয়েছে বড় হবার আগেই। সুগভীর একটা শতাব্দী-প্রাচীন চক্রান্ত এটা, ইতিহাসে মত্যানিজামী-আমিনী-সাঈদীদের নিয়ন্ত্রন পোক্ত রাখার জন্য। বহু মুসলিম দেশ এই অভিশপ্ত "জীবন বিধান" ছুঁড়ে ফেলেছে - তাতারস্তান ও মরক্কো (সিনেগালও সম্ভবতঃ) তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সেখানে "খুল"এর খেল নেই, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর হুবহু সমান অধিকার তালাক দেবার। ক্যানাডার আইনে তা-ই আছে যেখানে পৌঁছতে তাতারস্তান-মরক্কো শতাব্দী ধরে হাজার মাইল হেঁটেছে।
পরের নিবন্ধে কিছু প্রাক-শারিয়া আইন দেখানোর ইচ্ছে রইল যা শারিয়ার চেয়ে অনেক মানবিক। ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা

২৯শে সেপ্টেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)